ট্রেড ফাইন্যান্স অ্যান্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ (TFFE)
AIBB-এর জন্য

First Edition: September 2023
Second Edition: March 2024
Third Edition: June 2024
Fourth Edition: January 2025
Fith Edition: June 2025
Sixth Edition: January 2026

This book is the result of the author's hard work and is protected by copyright. Any copying or sharing without permission is strictly prohibited by copyright law.

Written By:

Mohammad Samir Uddin, CFA
CEO of leading Asset Management Ltd
Former Principal Officer of EXIM Bank Limited
CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.
BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University
Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma
Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE
Founder: MetaMentor Center

Price: 350Tk.

MetaMentor Center

For Order:
www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01310-474402

Metamentor Center
Unlock Your Potential Here.

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিস্তারিত	পৃষ্ঠা নং
1	**মডিউল–এ:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থার পরিচিতি	**4-17**
2	**মডিউল–বি:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অর্থ পরিশোধের পদ্ধতি	**18-39**
3	**মডিউল–সি:** ট্রেড সেবায় ব্যবহৃত নথিপত্র	**40-63**
4	**মডিউল–ডি:** নিয়ন্ত্রক কাঠামো	**64-84**
5	**মডিউল–ই:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন	**85-106**
6	**মডিউল–এফ:** বৈদেশিক রেমিট্যান্স, বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব ও বিনিময় হার	**107-144**
7	**মডিউল–জি:** ট্রেড সেবায় অনিয়ম ও অসদাচরণ	**145-170**
8	**বিগত বছরের প্রশ্ন**	**171-183**

Suggestion:

- ***Read 4 star and 5 star marked chapter if you have time shortage to read all chapter.***
- ***Must read short notesand differnce from all chapter.***
- ***MetaMentor Center suggest to read whole note to find 100% common in exam. We cover everything in our note.***

Important	Details	Number of Question common in previous years
****	**মডিউল–এ:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থার পরিচিতি	**04**
*****	**মডিউল–বি:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অর্থ পরিশোধের পদ্ধতি	**16**
**	**মডিউল–সি:** ট্রেড সেবায় ব্যবহৃত নথিপত্র	**07**
**	**মডিউল–ডি:** নিয়ন্ত্রক কাঠামো	**14**
*****	**মডিউল–ই:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন	**16**
*****	**মডিউল–এফ:** বৈদেশিক রেমিট্যান্স, বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব ও বিনিময় হার	**21**
****	**মডিউল–জি:** ট্রেড সেবায় অনিয়ম ও অসদাচরণ	**09**
*****All short note and differencefrom all chapter and end of note *****		

MetaMentorCenter

Syllabus

মডিউল–এ: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থার সারসংক্ষেপ:
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রার ধারণা, দেশীয় বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ ও এর উপাদানসমূহ, বাণিজ্য ভারসাম্য ও পরিশোধ ভারসাম্য, মুদ্রার রূপান্তরযোগ্যতা, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ, আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং, বৈদেশিক মুদ্রা ও ট্রেড সেবা।

মডিউল–বি: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অর্থ পরিশোধের পদ্ধতি:
বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তি; আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি—আগাম নগদ পরিশোধ পদ্ধতি, খোলা হিসাব পদ্ধতি, নথিভিত্তিক সংগ্রহ পদ্ধতি—কার্যপ্রণালি, গ্রহণের বিপরীতে নথি প্রদান এবং পরিশোধের বিপরীতে নথি প্রদান; নথিভিত্তিক ঋণপত্র—কার্যপ্রণালি ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ, নিষ্পত্তি পদ্ধতি, নথিভিত্তিক ঋণপত্রের বিভিন্ন ধরন, নথি উপস্থাপন ও পরীক্ষা এবং দরকষাকষি, নথিভিত্তিক ঋণপত্রের অধীনে নথি জমা ও অবসায়ন; আন্তর্জাতিক ফ্যাক্টরিং, ব্যাংক গ্যারান্টি বা স্ট্যান্ডবাই ঋণপত্র দ্বারা সুরক্ষিত খোলা হিসাবভিত্তিক পরিশোধ।

মডিউল–সি: ট্রেড সেবায় ব্যবহৃত নথিপত্র:
ট্রেড সেবায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের নথি—বাণিজ্যিক চালান, পরিবহন সংক্রান্ত নথি, বীমা সংক্রান্ত নথি, বিনিময় বিল, বাণিজ্যিক নথি ও আর্থিক নথি এবং অন্যান্য নথিপত্র।

মডিউল–ডি: নিয়ন্ত্রক কাঠামো:
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত দেশীয় নিয়ন্ত্রক কাঠামো—বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৪৭, বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানি নীতিমালা, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা।
ট্রেড সেবার জন্য আন্তর্জাতিক নিয়মাবলি—নথিভিত্তিক ঋণপত্রের জন্য অভিন্ন প্রথা ও রীতি, নথিভিত্তিক ঋণপত্রের অধীনে ব্যাংক থেকে ব্যাংকে অর্থ পরিশোধ সংক্রান্ত অভিন্ন বিধিমালা, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ব্যাংকিং কার্যপ্রণালি, নথিভিত্তিক সংগ্রহ সংক্রান্ত অভিন্ন বিধিমালা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক শর্তাবলি, আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডবাই কার্যপ্রণালি, দাবি গ্যারান্টি সংক্রান্ত অভিন্ন বিধিমালা, আন্তর্জাতিক ফ্যাক্টরিং সংক্রান্ত সাধারণ বিধিমালা।

মডিউল–ই: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন:
রপ্তানি অর্থায়ন—ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র, প্যাকিং ঋণ, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল, নথি ক্রয় পদ্ধতি, সরবরাহ শৃঙ্খল অর্থায়ন—আন্তর্জাতিক ফ্যাক্টরিং, আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ঋণ, ট্রাস্ট রসিদের বিপরীতে ঋণ, আন্তর্জাতিক ব্যাংক গ্যারান্টি, ট্রেড অর্থায়ন ও অফশোর ব্যাংকিং—ইউপাস পদ্ধতি।

MetaMentor Center

মডিউল–এফ: বৈদেশিক রেমিট্যান্স, বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব ও বিনিময় হার:
বৈদেশিক রেমিট্যান্স—বাণিজ্যিক রেমিট্যান্স ও ব্যক্তিগত রেমিট্যান্স; বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব—ব্যক্তিগত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খোলা ও পরিচালনার পদ্ধতি, অনাবাসী বৈদেশিক মুদ্রা আমানত হিসাব, আবাসিক বৈদেশিক মুদ্রা আমানত হিসাব; ট্রেড সেবার জন্য প্রযোজ্য বিনিময় হার।

মডিউল–জি: ট্রেড সেবায় অনিয়ম ও অসদাচরণ:
ট্রেড পরিশোধ ও ট্রেড অর্থায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনিয়ম ও প্রতারণামূলক কার্যক্রম, নিষেধাজ্ঞা, ট্রেডভিত্তিক অর্থপাচার, অবৈধ আর্থিক প্রবাহ এবং অবৈধ রেমিট্যান্স প্রবাহ।

মডিউল- এ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থার সারসংক্ষেপ:

প্রশ্ন-01. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কী? আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল পক্ষ কারা?

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হল বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্য ও সেবার বিনিময়। ধরা যাক, দেশ "ক" প্রচুর কম্পিউটার তৈরি করে, কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ কম। অন্যদিকে, দেশ "খ"-এর প্রচুর সম্পদ আছে, কিন্তু কম্পিউটার কম তৈরি করে। যদি দেশ "ক" কম্পিউটার রপ্তানি করে এবং দেশ "খ" প্রাকৃতিক সম্পদ রপ্তানি করে, তবে উভয় দেশই উপকৃত হয়। এই বিনিময় দুইভাবে হতে পারে – আমদানি (অন্য দেশ থেকে পণ্য ও সেবা ক্রয়) এবং রপ্তানি (অন্য দেশে পণ্য ও সেবা বিক্রয়)। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশগুলো তাদের দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় জিনিস পেতে পারে। এটি অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং ভোক্তাদের জন্য পছন্দের সুযোগ বাড়ায়। এক কথায়, এটি দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং বিশ্বকে আরও সংযুক্ত করে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল পক্ষ:

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল পক্ষরা হল –

1. **রপ্তানিকারক (বিক্রেতা):**
   - পণ্য বা সেবা সরবরাহ করে এবং বাণিজ্যিক শর্তাবলী মেনে চলে।
   - পণ্য পরিবহন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রস্তুতের দায়িত্ব পালন করে।
2. **আমদানিকারক (ক্রেতা):**
   - পণ্য বা সেবা ক্রয় করে এবং চুক্তি অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-02. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছাড়া ভারসাম্য কীভাবে ভোক্তা ও উৎপাদকের উদ্বৃত্ত ব্যবহার করে অর্থনৈতিক কল্যাণ প্রদর্শন করে?

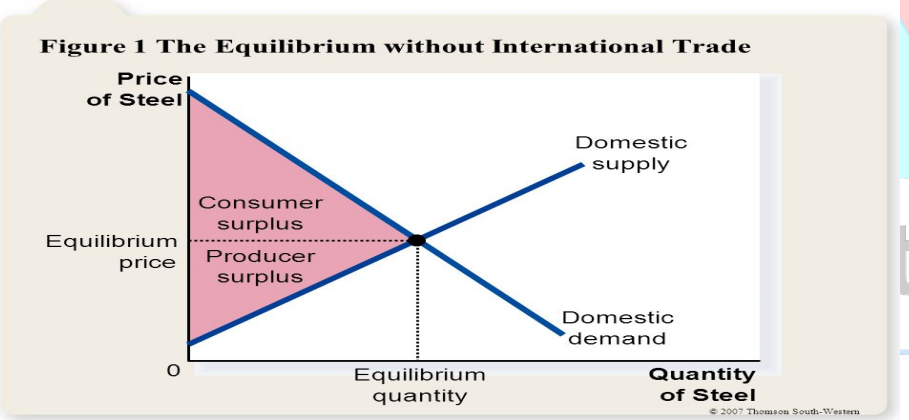

একটি **গ্রাফ** দ্বারা দেখানো হয় যে, **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছাড়া ভারসাম্য (Equilibrium without Trade)** তখনই ঘটে, যখন **দেশীয় সরবরাহ (Domestic Supply)** ও **দেশীয় চাহিদা (Domestic Demand)** একে অপরকে কাটে এবং এর মাধ্যমে **ভারসাম্যমূল্য (Equilibrium Price)** ও **ভারসাম্য পরিমাণ (Equilibrium Quantity)** নির্ধারিত হয়।

অর্থনৈতিক কল্যাণ পরিমাপের মূল উপাদানসমূহ:

1. **ভোক্তা উদ্বৃত্ত (Consumer Surplus):**
   - গ্রাফের ভারসাম্যমূল্যের উপরের ত্রিভুজাকার অংশ ভোক্তাদের উপকারিতা প্রকাশ করে।
   - ভোক্তারা যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিল তার চেয়ে কম মূল্যে পণ্য ক্রয় করার সুবিধা লাভ করে।
2. **উৎপাদক উদ্বৃত্ত (Producer Surplus):**
   - গ্রাফের ভারসাম্যমূল্যের নিচের ত্রিভুজাকার অংশ উৎপাদকদের উপকারিতা প্রকাশ করে।
   - উৎপাদকরা তাদের উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে বেশি মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে পারলে তারা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে।
3. **মোট উদ্বৃত্ত (Total Surplus):**
   - **ভোক্তা উদ্বৃত্ত + উৎপাদক উদ্বৃত্ত = মোট অর্থনৈতিক কল্যাণ।**
   - এটি একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক মঙ্গল পরিমাপ করে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছাড়া ভারসাম্য (Equilibrium without Trade) দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে সম্পদের সুষম বণ্টন প্রতিফলিত করে। এটি নিশ্চিত করে যে দেশীয় উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে এবং উভয় পক্ষ (ভোক্তা ও উৎপাদক) উপকৃত হয়।

প্রশ্ন-03. যখন একটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনুমোদন করে এবং একটি পণ্য রপ্তানিকারক হয়ে ওঠে, তখন ভোক্তা ও উৎপাদকের উদ্বৃত্তে কী পরিবর্তন ঘটে?

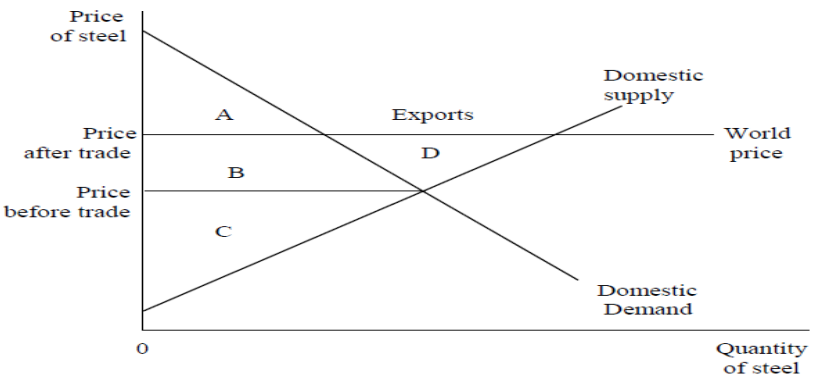

যখন একটি দেশ **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনুমতি দেয়** এবং বিশ্ববাজারে রপ্তানিকারক হিসেবে আবির্ভূত হয়, তখন নিম্নলিখিত পরিবর্তন ঘটে:

MetaMentor Center

1. **দেশীয় মূল্য বৃদ্ধি পায় (Domestic Price rises to the World Price):**
   - বিশ্ববাজারের মূল্য যদি দেশীয় মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে দেশীয় বাজারের মূল্য বিশ্ববাজার মূল্যের সঙ্গে সমন্বিত হয়।
2. **উৎপাদক উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায় (Producer Surplus Increases):**
   - উচ্চ মূল্যের কারণে উৎপাদকরা বেশি উৎপাদন করে এবং রপ্তানি শুরু করে।
   - উৎপাদক উদ্বৃত্ত **(B + D)** পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
3. **ভোক্তা উদ্বৃত্ত হ্রাস পায় (Consumer Surplus Decreases):**
   - স্থানীয় বাজারে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ভোক্তারা বেশি দাম পরিশোধ করতে বাধ্য হয়।

- ফলে ভোক্তা উদ্বৃত্ত B পরিমাণ কমে যায়।

4. **বাণিজ্যের সুফল (Gains from Trade):**
   - D অঞ্চল বাণিজ্যের ফলে অর্জিত বাড়তি সুবিধা হিসেবে প্রতিফলিত হয়।
   - মোট উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায়, যা জাতীয় অর্থনৈতিক কল্যাণ উন্নত করে।

যদিও ভোক্তারা বেশি মূল্য পরিশোধ করায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে উৎপাদকরা বেশি লাভবান হয়। সর্বোপরি, বাণিজ্যের ফলে দেশের মোট অর্থনৈতিক মঙ্গল (Total Economic Well-being) বৃদ্ধি পায়, কারণ "D" অঞ্চল বাণিজ্যের অতিরিক্ত সুফল হিসেবে যুক্ত হয়।

প্রশ্ন-04. যখন একটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনুমোদন করে এবং একটি পণ্য আমদানিকারক হয়ে ওঠে, তখন ভোক্তা ও উৎপাদকের উদ্বৃত্তে কী পরিবর্তন ঘটে?

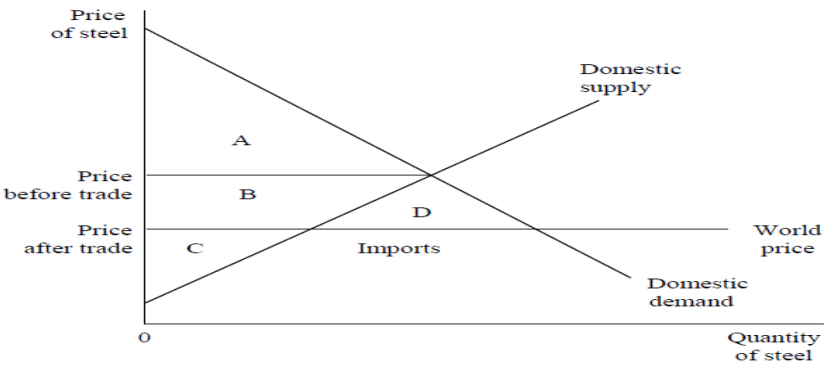

যখন একটি দেশ **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনুমতি দেয়** এবং **একটি পণ্যের আমদানিকারক** হয়ে ওঠে, তখন নিম্নলিখিত পরিবর্তন ঘটে:

1. **দেশীয় মূল্য হ্রাস পায় (Domestic Price Falls to the World Price):**
   - যদি বিশ্ববাজারের মূল্য দেশীয় মূল্যের চেয়ে কম হয়, তাহলে দেশীয় বাজারের মূল্য কমে যায় এবং বিশ্ববাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
2. **ভোক্তা উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায় (Consumer Surplus Increases):**
   - কম দামে পণ্য পাওয়ার ফলে ভোক্তারা উপকৃত হয় এবং তাদের উদ্বৃত্ত (B + D) পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
3. **উৎপাদক উদ্বৃত্ত হ্রাস পায় (Producer Surplus Decreases):**
   - দেশীয় উৎপাদন কমে যায় এবং উৎপাদকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ তারা আগের তুলনায় কম দামে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়।
   - ফলে উৎপাদক উদ্বৃত্ত B পরিমাণ কমে যায়।
4. **বাণিজ্যের সুফল (Gains from Trade):**
   - D অঞ্চল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অতিরিক্ত সুফল হিসেবে যুক্ত হয়।
   - এর ফলে মোট অর্থনৈতিক কল্যাণ (Total Surplus) বৃদ্ধি পায়।

MetaMentor Center

যদিও উৎপাদকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে ভোক্তারা কম মূল্যে পণ্য পাওয়ার সুবিধা ভোগ করে। সর্বোপরি, বাণিজ্যের ফলে দেশের মোট অর্থনৈতিক মঙ্গল (Total Economic Well-being) বৃদ্ধি পায়, কারণ "D" অঞ্চল বাণিজ্যের অতিরিক্ত সুফল হিসেবে যুক্ত হয়।

প্রশ্ন-05. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটি দেশের পক্ষে লাভ কী? ক্ষতিগ্রস্থ কারা এবং কতটুকু?

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটি দেশের জনগন তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পেতে অন্যদেশ থেকে আমদানি করে। **উদাহরণস্বরূপ,** যদি একটি দেশ গাড়ি তৈরিতে দুর্দান্ত তবে কলা চাষে নয়, তবে তারা কলার জন্য গাড়ি বিনিময় করতে পারে। এতে উভয় দেশ সুখী এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।

তবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্ষতিকারকও হতে পারে। কিছু শিল্প সস্তা আমদানির সাথে প্রতিযোগিতা করার ফলে কর্মীরা চাকরি হারাতে পারে। এছাড়াও, যদি একটি দেশ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন না করে আমদানির উপর নির্ভর করে, তবে বাণিজ্য হঠাৎ পরিবর্তন হলে এটি তাদের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে। এই কারণেই সরকার বাণিজ্য ন্যায্য নিশ্চিত করতে নিয়ম ব্যবহার করে। ভাল এবং খারাপ অংশগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে দেশগুলি নিশ্চিত করার চেষ্টা করে যে বেশিরভাগ মানুষ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে উপকৃত হয়।

সুতরাং, যখন দেশগুলি বাণিজ্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে লাভ করে, নির্দিষ্ট শিল্পের জন্য চ্যালেঞ্জ হতে পারে বা যদি জিনিসগুলি ভালভাবে ভারসাম্যপূর্ণ না হয়।

প্রশ্ন-06. প্রধান বাণিজ্য তত্ত্ব কী কী এবং প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, এবং এগুলি কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে?

বাণিজ্য তত্ত্ব:

1. **মারক্যান্টিলিজম (16 শতক থেকে মধ্য-18 শতক): Mercantilism (16th to mid-18th century)**
    - রপ্তানির পরিমাণ বেশি রাখা এবং আমদানির পরিমাণ কমানোতে উৎসাহিত করে।
    - সরকারকে উৎসাহিত করে রপ্তানি বাড়াতে এবং আমদানি সীমিত করতে।
2. **আদাম স্মিথের ফ্রি ট্রেড (1776): Adam Smith's Free Trade (1776)**
    - দেশগুলি সেই পণ্যে বিশেষীকরণ করা উচিত যেখানে তাদের সম্পূর্ণ সুবিধা রয়েছে।
    - বিশেষীকরণ ও মুক্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে বৈশ্বিক আউটপুট বাড়ানো হয়।
3. **রিকাডোর তুলনামূলক সুবিধার আইন: Ricardo's Law of Comparative Advantage:**
    - কম দক্ষ দেশগুলি তাদের তুলনামূলক সুবিধার এলাকায় বিশেষীকরণ করা উচিত।
    - তুলনামূলক সুবিধার মাধ্যমে বৈশ্বিক আউটপুট বাড়ানো উচিত।

বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা:

1. **শুল্ক:** আমদানি পণ্যের উপর কর, যা ভোক্তাদের জন্য মূল্য বৃদ্ধি করে।
2. **কোটা:** নির্দিষ্ট পণ্যের পরিমাণের সীমাবদ্ধতা।
3. **অ-শুল্ক প্রতিবন্ধকতা:** স্বেচ্ছাসেবী রপ্তানি সীমাবদ্ধতা, প্রযুক্তিগত নিয়মাবলী, আন্তর্জাতিক কার্টেল, ডাম্পিং, এবং রপ্তানি সাবসিডি অন্তর্ভুক্ত।

আধুনিক প্রবণতা:

- **বৈশ্বিকীকরণ এবং বাণিজ্য মুক্তবাজার:**
    - বাণিজ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সম্প্রসারণের জন্য উপকারী শক্তি।
    - মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং WTO (বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা) সুরক্ষা ব্যবস্থার কমাতে কাজ করে।

প্রশ্ন-07: দেশগুলো কেন মুদ্রা রূপান্তরযোগ্যতা (Currency Convertibility) চায় এবং সফল বাস্তবায়নের জন্য কী পূর্বশর্ত প্রয়োজন?

MetaMentor Center

মুদ্রা রূপান্তরযোগ্যতা চাওয়ার কারণ:

- অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক করা।
- বৈশ্বিক আর্থিক ও মুদ্রা ব্যবস্থার সাথে অর্থনীতিকে সংযুক্ত করা।
- বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করা।

সফল রূপান্তরযোগ্যতার পূর্বশর্ত:

- **অভ্যন্তরীণ আর্থিক ভারসাম্য:**
  - অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতি এড়াতে সুসংহত রাজস্ব ও আর্থিক নীতি প্রতিষ্ঠা করা।
- **বাহ্যিক আর্থিক ভারসাম্য:**
  - মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা।
- **যথেষ্ট পরিমাণ রিজার্ভ থাকা:**
  - দেশীয় বা বৈদেশিক আর্থিক সংকট সামলানোর জন্য পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বজায় রাখা।
- **উদ্দীপনা ব্যবস্থা:**
  - বাজারভিত্তিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করা, যাতে সম্পদের সঠিক বণ্টন নিশ্চিত হয়।

উপসংহার: মুদ্রা রূপান্তরযোগ্যতা অর্থনীতির আন্তর্জাতিক সংযোগ এবং বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করে। তবে এটি কার্যকর করতে সুসংহত আর্থিক নীতি, মুদ্রার স্থিতিশীলতা এবং পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন-08. কেন মুদ্রা পরিবর্তনশীলতা/ currency convertibility একটি অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ? দুর্বল মুদ্রা পরিবর্তনযোগ্যতার কারণে একটি দেশ কী অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে?

কারেন্সি কনভার্টিবিলিটি হল একটি ম্যাজিক টিকিট থাকার মতো যা একটি দেশের টাকা সহজেই অন্য দেশের টাকায় পরিবর্তন করতে দেয়। এটি একটি শক্তিশালী অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যখন একটি দেশের মুদ্রা সহজেই অন্যান্য মুদ্রার জন্য লেনদেন করা যায়, তখন এটি বিদেশী বিনিয়োগ, বাণিজ্য এবং পর্যটনকে আকর্ষণ করে।

গুরুত্ব: মুদ্রা পরিবর্তনযোগ্যতা আন্তর্জাতিক ব্যবসা এবং বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে। এটি পর্যটকদের এবং কোম্পানিগুলির জন্য পণ্য ক্রয় এবং বিক্রি করা এবং দেশগুলির জন্য একসাথে কাজ করা সহজ করে তোলে।

দুর্বল রূপান্তরযোগ্যতার অসুবিধা: যদি একটি দেশের মুদ্রা সহজে পরিবর্তন করা না যায় তবে এটি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করে অর্থনীতির বৃদ্ধির জন্য অর্থ পাওয়া কঠিন করে তোলে। সীমিত রূপান্তরযোগ্যতা অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে যায় যা অন্যান্য দেশ থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য বা পরিষেবা কেনা কঠিন। এটি পর্যটন এবং বিশ্ববাজারে দেশের সুনামকেও প্রভাবিত করে।

সুতরাং, ভালো কারেন্সি কনভার্টিবিলিটি হল একটি দেশের জন্য বিশ্বের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং সমৃদ্ধির দরজা খোলার ন্যায়।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-09। বিগত বছরে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ভারসাম্য BOT বেশ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। এই পতনশীল বাণিজ্যের জন্য কোন কারণগুলি দায়ী ? কিভাবে এই প্রবণতা দূর করা যেতে পারে?

কয়েকটি কারণে বাংলাদেশে বাণিজ্য ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। একটি হতে পারে যে দেশটি রপ্তানির চেয়ে বেশি আমদানি করছে যা ভারসাম্যকে নিচে নামিয়ে দিচ্ছে। এছাড়াও বৈশ্বিক চাহিদা বা প্রতিযোগিতার পরিবর্তন বাংলাদেশ যা বিক্রি করতে পারে তা প্রভাবিত করতে পারে।

এই প্রবণতাকে উল্টানোর জন্য, বাংলাদেশ তার রপ্তানি বাড়াতে কাজ করা জরুরী। পণ্যের গুণমান এবং বৈচিত্র্যের উন্নতি ক্রেতাদের আরও বেশি আকৃষ্ট করতে পারে এমন পন্য উৎপাদন করতে হবে। নতুন শিল্প তৈরি করা এবং

প্রযুক্তিতে বিনিয়োগও সাহায্য করতে পারে। তদুপরি, অন্যান্য দেশের সাথে ন্যায্য বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা এবং স্থানীয় পণ্যের প্রচার ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সাহায্য করবে।

বাণিজ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা হলো, দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী রাখতে ক্রয়-বিক্রয়ের সঠিক মিশ্রণ খুঁজে বের করার মতো। সঠিক কৌশলের মাধ্যমে বাংলাদেশ আরও ভারসাম্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাণিজ্য পরিস্থিতির জন্য কাজ করতে পারবে।

প্রশ্ন-10. চলতি হিসাবের উপাদানগুলো কি কি?

অথবা, চলতি হিসাব এবং বিওপির আর্থিক অ্যাকাউন্টের উপাদানগুলি কী কী? BPE-97তম ।

বর্তমান অ্যাকাউন্ট একটি বড় মানিব্যাগের মতো যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে একটি দেশের প্রতিদিনের অর্থ প্রবাহকে ট্র্যাক করে। এটির কয়েকটি মূল উপাদান রয়েছে:

১. **রপ্তানি এবং আমদানি:** এটি অন্যান্য দেশের সাথে ক্রয় এবং বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। একটি দেশ বিদেশে বেশি পন্য বিক্রি করা সেদেশের জন্য ভাল।

২. **পরিষেবা:** এর মধ্যে রয়েছে পর্যটন, পরিবহন এবং প্রযুক্তি পরিষেবাগুলি থেকে অর্জিত অর্থ যা অন্যান্য দেশের লোকেরা অর্থ প্রদান করে।

৩. **আয়:** এটি বিদেশে বিনিয়োগ থেকে অর্জিত অর্থ এবং বিদেশী কোম্পানি থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

৪. **স্থানান্তর:** এক দেশ থেকে অন্য দেশে উপহার বা সাহায্যের মতো, যেমন বিদেশী সাহায্য বা বিদেশে বসবাসকারী লোকদের কাছ থেকে রেমিটেন্স।

সুতরাং, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট হল ট্রেডিং পণ্য, বিক্রয় পরিষেবা, বিনিয়োগ থেকে উপার্জন এবং উপহার গ্রহণের মিশ্রণ। এটি দেখায় যে একটি দেশ কীভাবে বিশ্বের সাথে তার দৈনন্দিন অর্থের ব্যবসা করছে।

আর্থিক অ্যাকাউন্ট উপাদান:

১. **বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI):** বিদেশী বিনিয়োগ যা দেশের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে।

২. **ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট (FPI):** বিদেশী আর্থিক উপকরণ যেমন স্টক এবং বন্ডে বিনিয়োগ।

৩. **অফিসিয়াল রিজার্ভ:** একটি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিবর্তন যা তার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে থাকে।

৪. **অন্যান্য বিনিয়োগ:** স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ এবং ট্রেড ক্রেডিট অন্তর্ভুক্ত।

একসাথে, এই উপাদানগুলি বাকি বিশ্বের সাথে একটি দেশের অর্থনৈতিক লেনদেনের একটি ব্যাপক ওভারভিউ প্রদান করে।

প্রশ্ন-11. মূলধন হিসাবের উপাদানগুলির সংজ্ঞা দাও।

মূলধন **অ্যাকাউন্ট** একটি বিশেষ ক্ষেত্র যেখানে একটি দেশ বড় অর্থের গতিবিধির উপর নজর রাখে যা নিয়মিত ট্রেডিংয়ের অংশ নয়। এর কয়েকটি অংশ রয়েছে:

১. **বিদেশী বিনিয়োগ:** এটি হল যখন অন্য দেশের লোকেরা তাদের অর্থ একটি দেশের ব্যবসা বা সম্পত্তিতে রাখে।

২. **বিদেশী ঋণ:** বিদেশ থেকে টাকা ধার নিয়ে রাস্তা, ব্রিজ বা কলকারখানা বানানোর কাজে ব্যবহার করা।

৩. **উপহার এবং অনুদান:** কখনও কখনও, উন্নত দেশগুলি বড় অনুদান বা উপহার দেয় এগুলোও মূলধন হিসাবের অংশ।

৪. **সম্পদের বিক্রয়:** যদি কোনো দেশ অন্য দেশের কাছে জমি বা ভবনের মতো বড় জিনিস বিক্রি করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-12. ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং এর মূল কার্যকরী ক্ষেত্র কি কি?

আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং এর কয়েকটি মূল ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে এটি কাজ করে:

১. **বৈদেশিক মুদ্রা:** এটি দেশগুলির জন্য মানি এক্সচেঞ্জ কাউন্টারের মতো। ব্যাংকগুলি একটি মুদ্রাকে অন্য মুদ্রায় রূপান্তর করতে সাহায্য করে, যা ব্যবসা এবং লোকেদের জন্য বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য করা সহজ করে তোলে।

২. **ট্রেড ফাইন্যান্স:** ব্যাংকগুলি অন্যান্য দেশের সাথে ব্যবসা করার সময় পেমেন্ট, বীমা এবং কাগজপত্রে ব্যবসায় সাহায্য করে। এটি বিশ্বব্যাপী শপিং মলের জিনিসগুলি মসৃণভাবে চলে তা নিশ্চিত করে।

৩. **আন্তঃসীমান্ত বিনিয়োগ:** ব্যাংকগুলি ব্যবসায়িকদের অর্থ বিদেশে বিনিয়োগে সহায়তা করে। এটি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আপনার সঞ্চয় বাড়াতে সাহায্য করে।

৪. **আন্তর্জাতিক অর্থপ্রদান:** ব্যাংকগুলি বাড়িতে টাকা পাঠানো বা বিদেশে পরিষেবার জন্য অর্থ প্রদান নিশ্চিত করে।

৫. **গ্লোবাল করেসপন্ডেন্স:** মসৃণ লেনদেন নিশ্চিত করতে এবং যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাংকগুলি পেন প্যালের/ কলমি বন্ধু মতো দেশ জুড়ে একে অপরের সাথে কথা বলে।

প্রশ্ন-13. একজন বাংলাদেশী গার্মেন্টস রপ্তানিকারকের একজন ব্যাংকার হিসেবে, আপনি কীভাবে রপ্তানিকারককে এলসি, চালান থেকে শুরু করে বিল আদায়ের জন্য রপ্তানিকারককে সুবিধা দেবেন? BPE-97তম ।

একজন বাংলাদেশী গার্মেন্টস রপ্তানিকারককে একজন ব্যাংকার হিসাবে সুবিধা প্রদানে লেটার অফ ক্রেডিট (এলসি) খোলতে সহায়তা করার মাধ্যমে শুরু হয়।

১. **লেটার অফ ক্রেডিট (এলসি) নির্দেশিকা:**
   - আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মান মেনে চলা নিশ্চিত করে LC-এর যথাযথ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।
   - এলসি সম্মতির জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশনের উপর দক্ষতা প্রদান করা।

২. **শিপিং প্রক্রিয়ার সুবিধা:**
   - নিরাপদ এবং সময়মত পরিবহনের জন্য শিপিং এবং লজিস্টিক অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা করা।
   - লেডিং বিল এবং বাণিজ্যিক চালান সহ নথি তৈরিতে সহায়তা করা।

৩. **রপ্তানি বিল আদায়:**
   - আলোচনা বা সংগ্রহের জন্য অনুগত নথি জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে রপ্তানিকারককে গাইড করা।
   - যথাসময়ে কাগজপত্র জমা দিলে সহজে ও দ্রুত টাকা সংগ্রহ করা যায়। এটি ঋণ বা সহায়তা পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করে।

৪. **যোগাযোগ এবং সমন্বয়:**
   - অবিলম্বে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য খোলা যোগাযোগ চ্যানেল বজায় রাখুন।
   - যারা রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত, যেমন—রপ্তানিকারক, ব্যাংক, কাস্টমস, পরিবহন প্রতিষ্ঠান—তাদের মধ্যে ভালো যোগাযোগ ও সমন্বয় থাকা জরুরি।

MetaMentor Center

এই পয়েন্টগুলিকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে, ব্যাংকের লক্ষ্য হল বাংলাদেশী গার্মেন্টস রপ্তানিকারকদের জন্য একটি নিরবিচ্ছিন্ন এবং দক্ষ রপ্তানি লেনদেন সহজতর করা, এলসি শুরু থেকে রপ্তানি বিলের অর্থ আদায় পর্যন্ত।

প্রশ্ন-14. আপনার গ্রাহক ABC কোম্পানি নতুন বিদেশি সরবরাহকারীর কাছ থেকে বৃহৎ পরিমাণ কাঁচামাল আমদানি করতে চায়। একজন ব্যাংকার হিসেবে আপনি আমদানি নিরাপদ করার জন্য কী পরামর্শ দেবেন? BPE-98th.

একজন ব্যাংকার হিসেবে, আমি ABC কোম্পানিকে তাদের বৃহৎ পরিমাণ কাঁচামাল আমদানি করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণের পরামর্শ দেব:

1. **লেটার অফ ক্রেডিট ব্যবহার করুন (LC):** এটি নিশ্চিত করে যে সরবরাহকারী সমস্ত নির্দিষ্ট শর্ত ও শর্ত পূরণের পরেই অর্থ প্রদান করা হবে।
2. **দায়িত্বশীল আচরণ যাচাই:** নতুন সরবরাহকারীর বিশ্বাসযোগ্যতা, রেফারেন্স, শিল্প রিপোর্ট, বা ক্রেডিট এজেন্সির মাধ্যমেযাচাই করতে হবে ।
3. **বীমা কভারেজ:** শিপমেন্টের জন্য বীমা সংগ্রহ করতে হবে, যাতে ট্রানজিটের সময় ক্ষতি, চুরি, বা হারানোর ঝুঁকি কভার করা যায়।
4. **গুণমান নিশ্চিতকরণ:** শিপমেন্টের আগে কাঁচামালের গুণমান এবং পরিমাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন ব্যবস্থা করতে হবে ।
5. **আইনি সম্মতি:** সমস্ত আমদানি সম্পর্কিত নিয়ম ও ডকুমেন্টেশন প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে পালন করতে হবে যাতে আইনগত জটিলতা এড়ানো যায়।

এই পদক্ষেপগুলি ঝুঁকি কমাতে এবং একটি মসৃণ ও নিরাপদ আমদানি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন-15. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যাংকের ভূমিকা কী?

ব্যাংক বিভিন্ন দেশে অর্থ স্থানান্তর করতে এবং সীমান্তের ওপারে লেনদেন পরিচালনা করতে সহায়তা করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি কয়েকটি উপায়ে বিশ্ব বাণিজ্যকে মসৃণ এবং নিরাপদ করে:

১. **অর্থপ্রদান প্রক্রিয়া:** ব্যাংকগুলি বিভিন্ন দেশে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে অর্থপ্রদান প্রক্রিয়া ব্যবস্থা করে। তারা টাকা নিরাপদে এবং সময়মতো পাঠানো নিশ্চিত করে।

২. **লেটার অফ ক্রেডিট:** ব্যাংকগুলি প্রতিশ্রুতির মতো লেটার অফ ক্রেডিট লেটার ইস্যু করে। যখন একজন বিক্রেতা পণ্য সরবরাহ করে তখন ব্যাংক তাদের অর্থ প্রদানের গ্যারান্টি দিয়ে একে অপরের উপর বিশ্বাস তৈরি করে।

৩. **মুদ্রা বিনিময়:** এই ব্যাংকগুলি একটি মুদ্রাকে অন্য মুদ্রায় রূপান্তর করতে সহায়তা করে। এটি ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের অর্থ কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে সহায়তা করে।

৪. **অর্থায়ন:** ব্যাংকগুলি বাণিজ্যের সাথে অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদান করে খরচ কভার করতে সহায়তা করে।

৫. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** ব্যাংকগুলি ব্যবসায়িদের সুরক্ষার জন্য বীমার মতো সরঞ্জামগুলি অফার করে যেমন শিপিংয়ের সময় পণ্যগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-16: বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাতগুলো কী কী? রপ্তানির বৈচিত্র্যকরণে কী কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে? BPE-5th.

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাতসমূহ হলোঃ

1. **বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্প (বোনা ও নিট):** এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রপ্তানি খাত, যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বড় ভূমিকা রাখে।
2. **চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য:** এতে জুতা, ব্যাগ এবং আনুষঙ্গিক সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত।
3. **পাট ও পাটজাত পণ্য:** এতে কাঁচা পাট, সুতা, বস্তা এবং বৈচিত্র্যময় পাটজাত পণ্য অন্তর্ভুক্ত।

4. **হিমায়িত খাদ্য:** প্রধানত চিংড়ি এবং অন্যান্য সামুদ্রিক খাদ্য পণ্য।
5. **কৃষিপণ্য:** যেমন সবজি, ফলমূল এবং মসলা।
6. **গৃহসজ্জার টেক্সটাইল:** যেমন বিছানার চাদর, তোয়ালে এবং পর্দা।
7. **আইসিটি-ভিত্তিক সেবা:** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত সেবা।

তৈরি পোশাক (RMG) খাতের বাইরে রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনতে বাংলাদেশ কয়েকটি বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেঃ

1. **RMG-নির্ভরতা:** রপ্তানিতে RMG-এর আধিপত্য অন্যান্য খাতের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।
2. **পণ্য ও বাজার বৈচিত্র্যের সীমাবদ্ধতা:** রপ্তানি কিছু নির্দিষ্ট পণ্য ও বাজারে কেন্দ্রীভূত, ফলে বাইরের ধাক্কায় বেশি ঝুঁকি তৈরি হয়।
3. **অপ্রতুল অবকাঠামো:** দুর্বল লজিস্টিক, পরিবহন ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নতুন রপ্তানি খাতের বিকাশে বাধা দেয়।
4. **দক্ষতার ঘাটতি:** RMG ছাড়া অন্যান্য খাতে দক্ষ শ্রমশক্তির অভাব পণ্যের গুণমান ও প্রতিযোগিতায় প্রভাব ফেলে।
5. **নীতিগত ও নিয়ন্ত্রক জটিলতা:** জটিল প্রক্রিয়া ও সহায়ক নীতির অভাব বৈচিত্র্যময় রপ্তানিতে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে।
6. **অর্থায়নে সীমাবদ্ধতা:** নতুন খাতের ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তারা ব্যবসা সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন পেতে সমস্যায় পড়ে।
7. **আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকারে সমস্যা:** শুল্ক ব্যতিরেকে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও কঠোর মানদণ্ড নতুন রপ্তানিকারকদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

প্রশ্ন-17: বাংলাদেশে রপ্তানিকারকরা কোন কোন সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হন এবং কীভাবে এসব সমস্যা সমাধান করা যায়? BPE-5th

বাংলাদেশের রপ্তানিকারকরা বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হনঃ

1. **গার্মেন্টস খাতের অতিরিক্ত নির্ভরতা:** ৮০% এরও বেশি রপ্তানি RMG নির্ভর হওয়ায় বৈশ্বিক চাহিদা ও বাণিজ্য নীতির পরিবর্তনে অর্থনীতি ঝুঁকির মুখে পড়ে।
2. **লজিস্টিক ও অবকাঠামোগত সমস্যা:** অদক্ষ বন্দর, যানজটপূর্ণ সড়ক এবং ধীরগতির কাস্টমস প্রক্রিয়া ব্যয় বাড়ায় ও পণ্য প্রেরণে দেরি করে।
3. **বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা:** ভারতের ও যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক কিছু নিষেধাজ্ঞা বিশেষ করে RMG খাতে রপ্তানিতে বিঘ্ন ঘটায়।
4. **রপ্তানির বৈচিত্র্যের অভাব:** চামড়া, পাট ও আইসিটি খাতে যথাযথ নীতিগত সহায়তা ও প্রণোদনার ঘাটতি রয়েছে।
5. **দুর্নীতি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা:** কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সে রপ্তানিকারকরা প্রায়ই বিলম্ব ও অনানুষ্ঠানিক লেনদেনের সম্মুখীন হন।
6. **রপ্তানি প্রণোদনা হ্রাস:** নগদ সহায়তার হার কমে যাওয়ায় প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হ্রাস পায়।

সমাধানসমূহঃ

- অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ এবং কাস্টমস প্রক্রিয়া সহজীকরণ।
- নতুন খাতসমূহে সহায়তা দিয়ে রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণে উদ্যোগ গ্রহণ।
- বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তিতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করা।

MetaMentor Center

- বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় দুর্নীতিবিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ।
- টেকসই রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘমেয়াদি কৌশল গ্রহণ করা।

এই সমস্যাগুলো সমাধান করা গেলে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত আরও শক্তিশালী হবে এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হবে।

কেস স্টাডি

Case: বাংলাদেশ একটি উন্মুক্ত উন্নয়নশীল অর্থনীতি, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। গত এক দশকে দেশটির রপ্তানি খাত উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে, বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্প (RMG)। একই সময়ে, বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, জ্বালানি ও ভোগ্যপণ্য আমদানি করছে। এর ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্য (Balance of Trade) ধারাবাহিকভাবে ঘাটতিতে রয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈশ্বিক বাজার আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে। আমদানির মূল্য বৃদ্ধি, বিনিময় হারজনিত চাপ এবং সীমিত কয়েকটি রপ্তানি পণ্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা বাংলাদেশের বৈদেশিক ঝুঁকি বাড়িয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI) আকর্ষণ, বাণিজ্য সুবিধা উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে।

রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকদের সহায়তায় ব্যাংকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা লেটার অব ক্রেডিট (LC), ডকুমেন্টারি কালেকশন, রপ্তানি বিল নেগোশিয়েশন, বৈদেশিক মুদ্রা সেবা এবং আন্তর্জাতিক পেমেন্টের মতো বাণিজ্য অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে, যাতে আমদানি ব্যয় মেটানো যায় এবং বৈদেশিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

সরকার মুদ্রার রূপান্তরযোগ্যতা উন্নয়ন, রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং অশুল্ক বাধা হ্রাসের জন্য কাজ করছে। তবে রপ্তানিকারকরা এখনও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, উচ্চ সম্মতি ব্যয়, দক্ষ জনশক্তির ঘাটতি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণের মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে।

অর্থনৈতিক কল্যাণ উন্নয়নের জন্য নীতিনির্ধারকরা বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত লাভ, সম্পদের দক্ষ বণ্টন এবং কার্যকর বাণিজ্য ও ব্যাংকিং নীতির মাধ্যমে বৈদেশিক খাতের সুষম প্রবৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন।

প্রশ্ন-

ক) প্রদত্ত কেসের আলোকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কী—তা ব্যাখ্যা কর এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য লেনদেনে জড়িত মূল পক্ষসমূহ চিহ্নিত কর।

খ) প্রদত্ত কেসের আলোকে ব্যাখ্যা কর যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছাড়া বাজারের ভারসাম্য কীভাবে ভোক্তা উদ্বৃত্ত ও উৎপাদক উদ্বৃত্ত এর মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ প্রতিফলিত করে।

গ) প্রদত্ত কেসের আলোকে ব্যাখ্যা কর যে, বাংলাদেশ যখন কোনো পণ্যের রপ্তানিকারক হয়, তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কীভাবে ভোক্তা উদ্বৃত্ত ও উৎপাদক উদ্বৃত্ত কে প্রভাবিত করে।

ঘ) প্রদত্ত কেসের আলোকে আলোচনা কর যে, বাংলাদেশ যখন কোনো পণ্যের আমদানিকারক হয়, তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কীভাবে ভোক্তা উদ্বৃত্ত ও উৎপাদক উদ্বৃত্ত এর ওপর প্রভাব ফেলে।

ঙ) প্রদত্ত কেসের আলোকে একটি দেশের জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান সুফলসমূহ আলোচনা কর। পাশাপাশি ব্যাখ্যা কর যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে কারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

উত্তরঃ

ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও মূল পক্ষসমূহ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্য ও সেবা ক্রয়–বিক্রয়কে বোঝায়। প্রদত্ত কেসে দেখা যায় যে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানি করে এবং কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে

দেশগুলো এমন পণ্য পায়, যা তারা নিজ দেশে দক্ষভাবে উৎপাদন করতে পারে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান পক্ষ হলো রপ্তানিকারক, যে বিদেশে পণ্য বিক্রি করে, এবং আমদানিকারক, যে বিদেশ থেকে পণ্য ক্রয় করে। এছাড়া ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ তারা পেমেন্ট ব্যবস্থা, এলসি এবং ট্রেড ফাইন্যান্স সেবা প্রদান করে।

খ) বাণিজ্য ছাড়া ভারসাম্য ও অর্থনৈতিক কল্যাণ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য না থাকলে দেশের বাজারে যেখানে দেশীয় চাহিদা ও দেশীয় সরবরাহ একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়, সেখানে বাজারমূল্য নির্ধারিত হয়। এই অবস্থায় ভোক্তারা যে দামে পণ্য কিনতে প্রস্তুত, তার চেয়ে কম দামে কিনতে পারলে ভোক্তা উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়। একইভাবে উৎপাদকরা উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে বেশি দামে পণ্য বিক্রি করলে উৎপাদক উদ্বৃত্ত পায়।ভোক্তা উদ্বৃত্ত ও উৎপাদক উদ্বৃত্তের যোগফল একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কল্যাণকে প্রকাশ করে। এই ভারসাম্য দেশীয় সম্পদের দক্ষ ব্যবহারকে প্রতিফলিত করে।

গ) বাংলাদেশ রপ্তানিকারক হলে প্রভাব

বাংলাদেশ যখন কোনো পণ্যের রপ্তানিকারক হয়, তখন দেশীয় মূল্য বিশ্ববাজার মূল্যের সমান হয়ে বৃদ্ধি পায়। এতে উৎপাদকরা বেশি দামে বেশি পরিমাণ পণ্য বিক্রি করতে পারে, ফলে উৎপাদক উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায়। তবে ভোক্তাদের বেশি দাম দিতে হয়, তাই ভোক্তা উদ্বৃত্ত হ্রাস পায়।এই পরিবর্তনের ফলে সামগ্রিকভাবে দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে লাভবান হয়।

ঘ) বাংলাদেশ আমদানিকারক হলে প্রভাব

বাংলাদেশ যখন কোনো পণ্যের আমদানিকারক হয়, তখন দেশীয় মূল্য বিশ্ববাজার মূল্যের সঙ্গে মিলিয়ে কমে যায়। এতে ভোক্তারা কম দামে পণ্য কিনতে পারে, ফলে ভোক্তা উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দেশীয় উৎপাদকরা কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হওয়ায় উৎপাদক উদ্বৃত্ত কমে যায়।তবুও ভোক্তা লাভ বেশি হওয়ায় দেশের মোট অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়।

ঙ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুফল ও ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধি পায়, বিনিয়োগ বাড়ে, উৎপাদন সম্প্রসারিত হয় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিত্বরান্বিত হয়। ভোক্তারা বেশি পছন্দের পণ্য ও তুলনামূলক কম দামে পণ্য পায়। একই সঙ্গে দেশ তার সম্পদ আরও দক্ষভাবে ব্যবহার করতে পারে।

তবে আমদানি প্রতিযোগিতায় থাকা কিছু দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং কিছু শ্রমিক কর্মসংস্থান হারাতে পারে। তা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে দেশের জাতীয় কল্যাণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়।

তুলনা ও পার্থক্য

প্রশ্ন-01। ব্যালেন্স অফ ট্রেড এবং ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট এর মধ্যে পার্থক্য করুন? BPE-98th.

দৃষ্টিভঙ্গি	ব্যালেন্স অফ ট্রেড (BOT)	ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট (BOP)
1. সংজ্ঞা	শুধুমাত্র একটি দেশের রপ্তানি এবং পণ্য আমদানির মধ্যে পার্থক্য পরিমাপ করে।	বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং ঋণ সহ বাকি বিশ্বের সাথে একটি দেশের সমস্ত আর্থিক লেনদেন পরিমাপ করে।
2. উপাদান	খেলনা, গাড়ি এবং ইলেকট্রনিক্সের মতো বাস্তব পণ্যের শুধুমাত্র রপ্তানি এবং আমদানি অন্তর্ভুক্ত।	রপ্তানি, আমদানি, বিদেশী বিনিয়োগ, ঋণ, সাহায্য এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত।
3.ফোকাস	শুধুমাত্র ভৌত পণ্যের বাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ করে।	বিশ্বের সাথে একটি দেশের সামগ্রিক আর্থিক সম্পর্কের দিকে তাকায়।

প্রশ্ন-02। ব্যালেন্স অফ ট্রেড এবং ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট এর মধ্যে পার্থক্য করুন। BPE-98th.

দৃষ্টিভঙ্গি	ব্যালেন্স অফ ট্রেড (BOT)	ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট (BOP)
1. সংজ্ঞা	শুধুমাত্র একটি দেশের রপ্তানি এবং পণ্য আমদানির মধ্যে পার্থক্য পরিমাপ করে।	বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং ঋণ সহ বাকি বিশ্বের সাথে একটি দেশের সমস্ত আর্থিক লেনদেন পরিমাপ করে।
2. উপাদান	খেলনা, গাড়ি এবং ইলেকট্রনিক্সের মতো বাস্তব পণ্যের শুধুমাত্র রপ্তানি এবং আমদানি অন্তর্ভুক্ত।	রপ্তানি, আমদানি, বিদেশী বিনিয়োগ, ঋণ, সাহায্য এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত।
3.ফোকাস	শুধুমাত্র ভৌত পণ্যের বাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ করে।	বিশ্বের সাথে একটি দেশের সামগ্রিক আর্থিক সম্পর্কের দিকে তাকায়।

প্রশ্ন-03. ভোক্তা উদ্বৃত্ত ও উৎপাদক উদ্বৃত্তের মধ্যে পার্থক্য.

দিক	ভোক্তা উদ্বৃত্ত	উৎপাদক উদ্বৃত্ত
অর্থ	ভোক্তা উদ্বৃত্ত হলো ভোক্তারা যে সর্বোচ্চ মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে, তার চেয়ে কম মূল্যে পণ্য ক্রয় করার ফলে যে অতিরিক্ত সুবিধা পায়।	উৎপাদক উদ্বৃত্ত হলো উৎপাদকরা উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে বেশি মূল্যে পণ্য বিক্রি করার ফলে যে অতিরিক্ত সুবিধা পায়।
সম্পর্কিত পক্ষ	এটি বাজারের ভোক্তা বা ক্রেতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত।	এটি বাজারের উৎপাদক বা বিক্রেতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত।
মূল্য তুলন	বাজারমূল্য যখন ভোক্তাদের সর্বোচ্চ প্রদেয় মূল্যের নিচে থাকে, তখন ভোক্তা উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়।	বাজারমূল্য যখন উৎপাদকদের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য মূল্যের উপরে থাকে, তখন উৎপাদক উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন-04. রপ্তানি অর্থায়ন ও আমদানি অর্থায়নের মধ্যে পার্থক্য.

দিক	রপ্তানি অর্থায়ন	আমদানি অর্থায়ন দিক
অর্থ	রপ্তানি অর্থায়ন বলতে বিদেশে পণ্য বিক্রির জন্য উৎপাদন ও প্রেরণ পর্যায়ে রপ্তানিকারকদের যে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় তাকে বোঝায়।	আমদানি অর্থায়ন বলতে বিদেশ থেকে পণ্য ক্রয়ের জন্য আমদানিকারকদের যে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় তাকে বোঝায়।
উদ্দেশ্য	এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো পণ্য পাঠানোর আগে ও পরে রপ্তানিকারকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।	এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধে আমদানিকারকদের সহায়তা করা।
উপকারভোগী	রপ্তানিকারকই রপ্তানি অর্থায়নের প্রধান উপকারভোগী।	আমদানিকারকই আমদানি অর্থায়নের প্রধান উপকারভোগী।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-05. চলতি হিসাব ও মূলধন হিসাবের মধ্যে পার্থক্য

দিক	চলতি হিসাব	মূলধন হিসাব
অর্থ	চলতি হিসাব একটি দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের পণ্য, সেবা, আয় ও হস্তান্তর সংক্রান্ত নিয়মিত লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ করে।	মূলধন হিসাব মূলধন স্থানান্তর এবং অউৎপাদিত সম্পদের ক্রয় ও বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ করে।
লেনদেনের প্রকৃতি	এতে দৈনন্দিন ও নিয়মিত লেনদেন অন্তর্ভুক্ত থাকে।	এতে দীর্ঘমেয়াদি ও অনিয়মিত লেনদেন অন্তর্ভুক্ত থাকে।
প্রধান উপাদান	এতে পণ্যের বাণিজ্য, সেবার বাণিজ্য, আয় এবং হস্তান্তর অন্তর্ভুক্ত থাকে।	এতে মূলধন স্থানান্তর, বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক ঋণ এবং সম্পদ ক্রয় ও বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত থাকে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

প্রশ্ন-01. এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (রপ্তানি বা আমদানি) কখন হয়?

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হল যার মধ্যে রপ্তানি এবং আমদানি অন্তর্ভুক্ত। রপ্তানি হল যখন একটি দেশ অন্য দেশের কাছে তার পণ্য বা পরিষেবা বিক্রি করে।

উদাহরণ স্বরূপ, দেশ A-এর একটি খেলনা কোম্পানি দেশ B-এ তার খেলনা রপ্তানি করতে পারে কারণ সেখানকার লোকেরা সেই খেলনাগুলি পছন্দ করে। আমদানি করা হয় যখন একটি দেশ বা ব্যবসা অন্য দেশ থেকে পণ্য বা পরিষেবা ক্রয় করে। উদাহরণস্বরূপ, দেশ B দেশ A থেকে তাজা ফল আমদানি করতে পারে কারণ সেই ফলগুলি দেশ B তে সহজে জন্মায় না। বাণিজ্য সব সময় সঞ্চালিত হয় কারণ লোকেরা আরও ভাল দাম, অনন্য পণ্য বা নিজেরা পণ্য তৈরি করতে পারে না। এটি প্রত্যেকের যা প্রয়োজন এবং যা চায় তা পেতে দেশগুলির মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার মতো, বিশ্বকে আরও সংযুক্ত এবং প্রতিযোগীতাপূর্ণ করে তোলে।

প্রশ্ন-02. ব্যালেন্স অফ ট্রেড (BOT) কি?

ব্যালেন্স অফ ট্রেড হল একটি দেশ কতটা জিনিস বিক্রি করে (রপ্তানি করে) অন্য দেশ থেকে কতটা ক্রয় করে (আমদানি করে) তার তুলনা করা। যদি একটি দেশ অন্য জায়গা থেকে কেনার চেয়ে বিদেশে বেশি খেলনা, গাড়ি এবং জিনিস বিক্রি করে, তবে এটি একটি "উদ্বৃত্ত" যা ভাল। কিন্তু যদি এটি বিক্রি করে তার চেয়ে বেশি কিনে, তবে এটি একটি "ঘাটতি" যা এত ভাল নয়।

একটি বন্ধুর সাথে স্টিকার বিনিময় কল্পনা করা যাক, আপনি যদি আপনার পাওয়ার চেয়ে বেশি স্টিকার দেন তবে আপনার স্টিকারের ঘাটতি হবে। আপনি যদি ৫টি স্টিকার দেন, আর বদলে ৬টি স্টিকার পান, তাহলে ১টি বাড়তি বা উদ্বৃত্ত স্টিকার আপনার কাছে থাকবে। একইভাবে, দেশগুলি তাদের অর্থনীতিকে সুস্থ রাখতে অর্থ এবং জিনিসপত্রের ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্য রাখে। বাণিজ্যের ভারসাম্য বুঝতে সাহায্য করে যে একটি দেশ বিশ্বব্যাপী অদল-বদল খেলায় কতটা ভালো করছে।

প্রশ্ন-03. ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট কি? BPE-96th BPE-97 th.

ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস (BOP) হল একটি দেশের মানি ডায়েরির মতো—এটি সমস্ত টাকা আসা এবং বাইরে যাওয়া হিসাব করে। কল্পনা করুন যে আপনি আপনার উপার্জন এবং ব্যয় করা প্রতিটি অর্থ লিখে রাখেন। একইভাবে, BOP অন্যান্য দেশের সাথে একটি দেশের লেনদেনের রেকর্ড রাখে, যার মধ্যে রপ্তানি থেকে অর্থ, আমদানিতে ব্যয় করা অর্থ, বিনিয়োগ, ঋণ এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে। এটি দেখতে সাহায্য করে যে দেশটি তার উপার্জনের

চেয়ে বেশি ব্যয় করছে না উপার্জনের চেয়ে কম ব্যয় করছে । একটি ইতিবাচক BOP মানে একটি দেশ তার ব্যয়ের চেয়ে বেশি আয় করছে , যা ভাল। একটি নেতিবাচক BOP অনেক ঋণের সংকেত দিতে পারে। BOP দেশগুলিকে তাদের অর্থপ্রবাহ পরিচালনা করতে সাহায্য করে, যাতে তারা আর্থিক সমস্যায় না পড়ে এবং একটি স্থিতিশীল অর্থনীতি বজায় রাখে।

প্রশ্ন-04. একটি দেশের BOT কি ইতিবাচক এবং একই দেশের BOP নেতিবাচক হতে পারে?

হ্যাঁ, ঋণাত্মক ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস (BOP) থাকাকালীন একটি দেশের পক্ষে একটি ইতিবাচক ব্যালেন্স অফ ট্রেড (BOT) থাকা সম্ভব। এমন একটি দেশ যেখানে তাদের কাছ থেকে কেনার চেয়ে অন্যান্য দেশের কাছে বেশি খেলনা এবং গ্যাজেট বিক্রি করে। এটি একটি ইতিবাচক BOT দেয় কারণ এটি রপ্তানি থেকে অর্থ উপার্জন করছে। কিন্তু ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং ঋণ সহ বিশ্বের বাকি অংশের সাথে একটি দেশের সমস্ত আর্থিক লেনদেন দেখে। যদি একটি দেশ অনেক বেশি ধার নেয় বা ঋণ ফেরত দেয়, তাহলে BOT ইতিবাচক হলেও এটি একটি নেতিবাচক BOP হতে পারে।

সুতরাং, একটি ইতিবাচক BOT ভাল ব্যবসা দেখায়, যখন একটি নেতিবাচক BOP এর অর্থ হতে পারে যে দেশটি ঋণ নেওয়ার উপর নির্ভর করছে বা অন্যান্য আর্থিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এটি ভাল কিন্তু এখনও অন্যান্য খরচ এবং ঋণ পরিচালনা করতে BOP নেতিবাচক হচ্ছে।

প্রশ্ন-05: একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের নেতিবাচক ব্যালেন্স অফ ট্রেড (BOT) অবস্থান এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব ব্যাখ্যা করুন?

একটি দেশ অন্য দেশ থেকে তাদের কাছে বিক্রি করার চেয়ে বেশি খেলনা এবং গ্যাজেট কিনছে বলে মনে করুন। এটি একটি নেতিবাচক ব্যালেন্স অফ ট্রেড **(BOT)** এর দিকে নিয়ে যায় যেমন আপনার পাওয়ার চেয়ে পকেট মানি খরচ বেশি। অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়বে এটি নিশ্চিত। একটি নেতিবাচক BOT এর অর্থ হতে পারে যে দেশটি বাইরে থেকে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করছে না এবং সঞ্চয় বা ঋণের উপর নির্ভর করছে। এটি শিল্পকে মন্থর করতে পারে এবং কম চাকরির দিকে পরিচালিত করতে পারে। যাইহোক, কখনও কখনও এটা ঠিক যদি দেশ জিনিস কিনছে যা তৈরি করতে পারে না। কিন্তু যদি এটি সবসময় নেতিবাচক হয়, তাহলে এটি ঋণ এবং সমস্যার কারন হয়।

প্রশ্ন-06। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের ইতিবাচক ব্যালেন্স অফ ট্রেড (BOT) অবস্থান এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব ব্যাখ্যা করুন?

কল্পনা করা যায় যে, একটি দেশ তাদের কাছ থেকে কেনার চেয়ে বেশি খেলনা এবং গ্যাজেট বিক্রি করছে। এটি একটি ইতিবাচক ব্যালেন্স অফ ট্রেড (BOT) তৈরি করে। এটি আপনার খরচের চেয়ে বেশি পকেট মানি পাওয়ার মতো। এটি অর্থনীতির জন্য ভাল কারণ এর অর্থ দেশটি বাইরে থেকে অর্থ উপার্জন করছে এবং লোকেরা তাদের পণ্যগুলিকে ভালবাসে। একটি ইতিবাচক BOT এর করনে দেশে চাকরি বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি পায়। ইতিবাচক BOT এর উপর খুব বেশি ফোকাস করার অর্থ হতে পারে মানুষকে অনেক সঞ্চয় করতে হবে এবং খরচ কমাতে হবে।

সুতরাং, ইতিবাচক **BOT** অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে রপ্তানি থেকে আয় এবং আমদানিতে ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। এটি সারা বিশ্বে স্বাস্থ্যকর অর্থ প্রবাহ বজায় রাখার মতো।

Chapter End

🔗 অর্ডার করতে ক্লিক করুন: www.metamentorcenter.com
📲 WhatsApp: 01310-474402